অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়

শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন

কিভাবে কালিন্দী থেকে শুরু করে পাঁচ রাজকন্যাকে শ্রীকৃষ্ণ বিবাহ করেছিলেন এবং পাণ্ডবদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গিয়েছিলেন, এই অধ্যায়ে তা বর্ণনা করা হয়েছে।

পাণ্ডবেরা তাঁদের অজ্ঞাতবাস সম্পূর্ণ করার পর তাঁদের সঙ্গে দেখা করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ সাত্যকি ও অন্যান্য যদুদের সঙ্গে ইন্দ্রপ্রস্থে যান। পাণ্ডবেরা শ্রীভগবানকে অভিবাদন জানালেন এবং পরম আনন্দে তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁদের নববধূ দ্রৌপদী, সলজ্জভাবে শ্রীকৃষ্ণের কাছে এলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। তারপর, পাণ্ডবেরা সাত্যকি এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য সঙ্গীদের আসনে বসিয়ে যথাযথভাবে অর্চনা করলেন এবং স্বাগত জানালেন।

শ্রীকৃষ্ণ রাণী কুন্তীর সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়ে তাঁরা পরস্পরের পরিবারের সকলের খোঁজ খবর নিলেন। কুন্তীদেবী যখন তাঁর ও তাঁর পুত্রদের ওপরে দুর্যোধনের বিভিন্ন অত্যাচারের কথা স্মরণ করছিলেন, তখন তিনি মন্তব্য করলেন যে, শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের একমাত্র রক্ষাকর্তা ছিলেন। "তুমি সমগ্র জগতের সুহৃদ," তিনি বললেন, "যদিও 'আমার' ও 'অন্যের' পরিচয় স্বরূপ সকল মোহ থেকে তুমি মুক্ত, তা হলেও তোমাকে অনবরত যে ধ্যান করে, তুমি তার হৃদয়ে বাস কর এবং তাদের হৃদয়ের সকল দুঃখ-দুর্দশা বিনাশ কর।" তারপর যুধিষ্ঠির শ্রীকৃষ্ণকে বললেন, "কেবলমাত্র অনেক পুণ্য কর্ম করার ফলেই আমরা আপনার পাদপদ্ম দর্শন করতে সমর্থ হয়েছি, যে-পাদপদ্ম যোগিগণের কাছেও দুর্লভ।" যুধিষ্ঠিরের কাছে সম্মানিত হয়ে অতিথি রূপে শ্রীকৃষ্ণ ইন্দ্রপ্রস্থে কয়েকমাস আনন্দে অবস্থান করলেন।

একদিন শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুন বনে মৃগয়ায় গেলেন। যমুনায় স্নান করার সময় তাঁরা এক মনোরমা কন্যাকে দেখতে পেলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনুরোধে অর্জুন সেই কন্যার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—তিনি কে। সেই সুন্দরী কন্যা উত্তর দিলেন, "আমি কালিন্দী, সূর্যদেবের কন্যা। শ্রীবিষ্ণুকে পতি রূপে লাভের আশায়, আমি কঠিন তপস্যা করছি। আমার পতি রূপে আমি আর কাউকেই গ্রহণ করব না এবং যতদিন না তিনি আমায় বিবাহ করছেন, ততদিন এখানে আমার জন্য আমার পিতার তৈরী গৃহে বাস করে আমি এই যমুনাতেই অবস্থান করব।" অর্জুন এই সমস্ত কিছু শ্রীকৃষ্ণের কাছে নিবেদন করলে সর্বজ্ঞ ভগবান কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করলেন এবং তাঁরা তিনজনে যুধিষ্ঠিরের বাসভবনে প্রত্যাবর্তন করলেন।

পরে পাণ্ডবেরা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁদের জন্য একটি নগরী নির্মাণ করার অনুরোধ করলেন এবং দেবতাদের স্থপতি বিশ্বকর্মাকে দিয়ে তিনি একটি নগরী নির্মাণ করলেন, যেটি হয়ে উঠল পরম আকর্ষণীয়। শ্রীভগবান কিছুদিনের জন্য সেখানে তাঁদের সঙ্গে কাটিয়ে তাঁর প্রিয় ভক্তদের সন্তুষ্ট করলেন। তারপর অগ্নিকে সন্তুষ্ট করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে খাণ্ডববন নিবেদন করার ব্যবস্থা করলেন। শ্রীভগবান তখন অর্জুনকে বনটি দগ্ধ করতে বললেন এবং তাঁর রথের সারথি হয়ে তাঁর সঙ্গী হলেন। এই নিবেদনে অগ্নিদেব এতই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তিনি অর্জুনকে গাণ্ডীব ধনুক, একদল অশ্ব, একটি রথ, দুটি অক্ষয় তূণীর এবং বর্ম উপহার দিয়েছিলেন। যখন খাণ্ডববন দগ্ধ হচ্ছিল, তখন ময় নামে এক দানবকে অগ্নিদগ্ধ হওয়া থেকে অর্জুন রক্ষা করেন। তার বিনিময়ে সেই ময় দানব অর্জুনকে এক চমৎকার প্রাসাদ নির্মাণ করে দেয়। এই প্রাসাদেই পরে একটি সরোবরের জলপৃষ্ঠকে কঠিন ভূপৃষ্ঠ মনে করে দুর্যোধন সেই জলের মধ্যে পড়ে গিয়ে বেশ হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অর্জুন ও তাঁর অন্যান্য আত্মীয়দের কাছ থেকে অনুমতি গ্রহণ করে তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে দ্বারকায় ফিরে যান। সেখানে তিনি কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। কিছুকাল পর তিনি অবন্তীনগরে গেলেন, সেখানে বহু রাজার সমক্ষেই তিনি তাঁর প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্তা, অবন্তীরাজার ভগিনী মিত্রবিন্দাকে অপহরণ করলেন।

অযোধ্যা রাজ্যে নগ্নজিৎ নামে এক ধর্মপ্রাণ রাজা বাস করতেন। সত্যা বা নাগ্নজিতী নামে তাঁর এক অসাধারণ সুন্দরী বিবাহযোগ্যা কন্যা ছিল। সেই কন্যার আত্মীয়-স্বজন শর্ত আরোপ করলেন যে, সাতটি ভয়ঙ্কর ষণ্ডের একটি দলকে যে দমন করতে পারবে, সে সেই কন্যার পাণিগ্রহণ করবে। যখন শ্রীকৃষ্ণ এই কন্যার বিষয়ে শুনলেন এবং তিনি এক বিশাল সৈন্য বাহিনী নিয়ে অযোধ্যায় গেলেন। রাজা নগ্নজিৎ তাঁকে আতিথ্য সহকারে অভিনন্দিত করলেন এবং আনন্দে বিবিধ নৈবেদ্য দ্বারা তাঁর অর্চনা করলেন। যখন সত্যা শ্রীকৃষ্ণকে দেখেলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর পতিরূপে কামনা করলেন এবং রাজা নগ্নজিৎ তাঁর কন্যার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর আপন অভিলাষ ব্যক্ত করলেন যে, শ্রীভগবান ও তাঁর কন্যার বিবাহ হোক। রাজা প্রীতিভরে শ্রীভগবানকে বললেন, "আপনিই একমাত্র আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হতে পারেন এবং আপনি যদি সপ্ত ষণ্ডকে দমন করতে পারেন, তা হলে আপনি অবশ্যই তাকে বিবাহ করতে পারবেন।"

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন নিজেকে সাতটি ভিন্ন রূপে প্রকাশ করলেন এবং সাতটি ষণ্ডকে দমন করলেন। রাজা নগ্নজিৎ প্রচুর উপহারের উপঢৌকন সহ শ্রীভগবানকে তাঁর কন্যা সম্প্রদান করলেন এবং শ্রীভগবান দ্বারকায় প্রত্যাগমনের জন্য সত্যাকে তাঁর রথে গ্রহণ করলেন। ঠিক তখন যে সমস্ত বিপক্ষ রাজারা ষণ্ডের কাছে পরাজিত হয়েছিল, তারা শ্রীকৃষ্ণকে আক্রমণ করল। কিন্তু অর্জুন সহজেই তাদের প্রহার করে ফিরিয়ে দিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ নাগ্নজিতীকে নিয়ে দ্বারকার দিকে অগ্রসর হলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ ভদ্রাকে তাঁর স্বয়ম্বর সভা থেকে অপহরণ করে বিবাহ করেছিলেন এবং তিনি রাজা মদ্রের রাজকন্যা লক্ষ্মণাকেও বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

একদা পাণ্ডবান্ দ্রষ্টুং প্রতীতান্ পুরুষোত্তমঃ ।
ইন্দ্রপ্রস্থং গতঃ শ্রীমান্ যুযুধানাদিভির্বৃতঃ ॥ ১ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **একদা**—এক সময়; **পাণ্ডবান্**—পাণ্ডুর পুত্রগণ; **দ্রষ্টুম্**—দর্শনের জন্য; **প্রতীতান্**—দৃশ্যমান; **পুরুষ-উত্তমঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **ইন্দ্রপ্রস্থম্**—পাণ্ডবদের রাজধানী, ইন্দ্রপ্রস্থে; **গতঃ**—গিয়েছিলেন; **শ্রীমান্**—সকল ঐশ্বর্যের অধিকারী; **যুযুধান-আদিভিঃ**—যুযুধান (সাত্যকি) এবং অন্যান্যদের দ্বারা; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—একদা পরম ঐশ্বর্যময় শ্রীভগবান আবার জনসমক্ষে উপস্থিত পাণ্ডবদের দেখার জন্য ইন্দ্রপ্রস্থে গমন করলেন। যুযুধান এবং অন্যান্য পার্ষদগণ শ্রীভগবানের সঙ্গী হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীবলরাম ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই ভেবেছিলেন যে, লাক্ষার গৃহে দুর্যোধনের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ফলে পাণ্ডবেরা প্রাণ হারিয়েছেন। এখন পাণ্ডবেরা আবার জনসমক্ষে আবির্ভূত হলেন, এবং শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের দর্শন দান করছিলেন।

শ্লোক ২

দৃষ্ট্বা তমাগতং পার্থা মুকুন্দমখিলেশ্বরম্ ।
উত্তস্থুর্যুগপদ্বীরাঃ প্রাণা মুখ্যমিবাগতম্ ॥ ২ ॥

দৃষ্ট্বা—দর্শন করে; **তম্**—তাঁকে; **আগতম্**—সমাগত; **পার্থাঃ**—পৃথার (কুন্তী) পুত্রগণ; **মুকুন্দম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অখিল**—সমস্ত কিছুর; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর; **উত্তস্থুঃ**—তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন; **যুগপৎ**—সকলে এক সঙ্গে; **বীরাঃ**—বীর; **প্রাণাঃ**—ইন্দ্রিয়াদি; **মুখ্যম্**—তাদের প্রধান প্রাণবায়ু; **ইব**—মতো; **আগতম্**—আগমনে।

অনুবাদ

যখন পাণ্ডবেরা দেখলেন যে, ভগবান শ্রীমুকুন্দ উপস্থিত হয়েছেন, তখন পৃথার বীর পুত্রগণ তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালেন যেন প্রাণবায়ু ফিরে আসার ফলে তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি আবার সক্রিয় হয়ে উঠল।

তাৎপর্য

এখানে যে রূপকটি প্রয়োগ করা হয়েছে, তা বিশেষ কাব্যময়। যখন কোনও মানুষ অচেতন হয়ে থাকে, তার ইন্দ্রিয়গুলি তখন কাজ করে না। কিন্তু যখন দেহে চেতনা ফিরে আসে, তখন তার সকল ইন্দ্রিয়াদি তৎক্ষণাৎ প্রাণ ফিরে পেয়ে ক্রিয়া শুরু করে। তেমনই, পাণ্ডবেরা তাঁদের প্রভু শ্রীকৃষ্ণকে ফিরে আসতে দেখে উৎফুল্ল হয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়িয়েছিলেন, যেন তাঁদের ইন্দ্রিয়াদি প্রাণবায়ু ফিরে পেল।

শ্লোক ৩

পরিষ্বজ্যাচ্যুতং বীরা অঙ্গসঙ্গহতৈনসঃ ।
সানুরাগস্মিতং বক্ত্রং বীক্ষ্য তস্য মুদং যযুঃ ॥ ৩ ॥

পরিষ্বজ্য—আলিঙ্গন করলেন; **অচ্যুতম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **বীরাঃ**—বীরগণ; **অঙ্গ**—তাঁর অঙ্গ; **সঙ্গ**—স্পর্শ দ্বারা; **হত**—বিনষ্ট করলেন; **এনসঃ**—তাঁদের সকল পাপ কর্মফল; **স-অনুরাগ**—অনুরাগ সহকারে; **স্মিতম্**—সহাস্যে; **বক্ত্রম্**—মুখ; **বীক্ষ্য**—লক্ষ্য করে; **তস্য**—তাঁর; **মুদম্**—আনন্দ; **যযুঃ**—তাঁরা লাভ করলেন।

অনুবাদ

বীরগণ এসে ভগবান অচ্যুতকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁর দেহের স্পর্শে তাঁদের পাপ থেকে মুক্ত হলেন। তাঁর অনুরাগপূর্ণ সহাস্য মুখমণ্ডল দর্শন করে, তাঁরা আনন্দে অভিভূত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী ব্যাখ্যা করেছেন যে, পাণ্ডবগণ যেহেতু কখনই পাপাসক্ত হননি, তাই *এনসঃ* শব্দটি এখানে শ্রীকৃষ্ণ সান্নিধ্য হতে বিচ্ছিন্নতার ফলে উৎপন্ন দুঃখ-কষ্টই বোঝায়। শ্রীভগবানের প্রত্যাবর্তনে সেই দুঃখ এখন অন্তর্হিত হল।

শ্লোক ৪

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য কৃত্বা পাদাভিবন্দনম্ ।
ফাল্গুনং পরিরভ্যাথ যমাভ্যাং চাভিবন্দিতঃ ॥ ৪ ॥

যুধিষ্ঠিরস্য ভীমস্য—যুধিষ্ঠির ও ভীমকে; **কৃত্বা**—নিবেদনের পর; **পাদ**—তাঁদের চরণে; **অভিবন্দনম্**—প্রণাম; **ফাল্গুনম্**—অর্জুন; **পরিরভ্য**—দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন; **অথ**—তখন; **যমাভ্যাম্**—যমজ ভাই, নকুল ও সহদেব দ্বারা; **চ**—এবং; **অভিবন্দিতঃ**—শ্রদ্ধাসহকারে বন্দনা করলেন।

অনুবাদ

যুধিষ্ঠির ও ভীমের চরণে শ্রীভগবান প্রণাম নিবেদন করে অর্জুনকে দৃঢ়ভাবে আলিঙ্গন করলেন এবং তিনি যমজ ভাই, নকুল ও সহদেবের প্রণাম গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

আপাতদৃষ্টিতে শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবগণের জ্ঞাতি এবং তাঁদের সম্পর্কটি ছিল জ্ঞাতি ভাইয়ের সম্পর্কের মতো। যেহেতু যুধিষ্ঠির ও ভীম আপাত ব্যবহারে শ্রীকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ ছিলেন, তাই শ্রীভগবান তাঁদের চরণে প্রণাম নিবেদন করেছিলেন, অথচ তাঁর সঙ্গী অর্জুনকে তিনি আলিঙ্গন করেছিলেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা নকুল ও সহদেবের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করেছিলেন। কখনও কখনও অনভিজ্ঞ ভক্তরা মনে করে যে, কৃষ্ণভাবনাময় আচার-ব্যবহার অনুসারে কোনও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রণাম নিবেদন করা বা সম্মান জ্ঞাপন করা পাপ। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দৃষ্টান্ত থেকে আমরা সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, কৃষ্ণভাবনাময় জীবনচর্যায় কোনও অগ্রজকে সর্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা নিবেদন করা পাপ নয়।

শ্লোক ৫

পরমাসন আসীনং কৃষ্ণা কৃষ্ণমনিন্দিতা ।
নবোঢ়া ব্রীড়িতা কিঞ্চিচ্ছনৈরেত্যাভ্যবন্দত ॥ ৫ ॥

পরম—উত্তম; **আসনে**—আসনে; **আসীনম্**—উপবেশন করে; **কৃষ্ণা**—দ্রৌপদী; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **অনিন্দিতা**—অনিন্দ্য সুন্দরী; **নব**—নতুন; **ঊঢ়া**—বিবাহিতা; **ব্রীড়িতা**—লজ্জিতা; **কিঞ্চিৎ**—ঈষৎ; **শনৈঃ**—ধীরে ধীরে; **এত্য**—আগমন করে; **অভ্যবন্দত**—তাঁর প্রণাম নিবেদন করলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের নব-বিবাহিতা পত্নী অনিন্দ্য সুন্দরী দ্রৌপদী ধীরে এবং ঈষৎ ভীরুভাবে উত্তম আসনে উপবিষ্ট ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কাছে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীমতী দ্রৌপদী শ্রীকৃষ্ণের প্রতি এমনই ভক্তিপরায়ণা ছিলেন যে, তাঁকে স্বয়ং 'কৃষ্ণা' বলা হত, যা কৃষ্ণ নামটির স্ত্রীবাচক রূপ এবং অর্জুনকেও শ্রীভগবানের প্রতি তাঁর ভক্তির জন্য কৃষ্ণ বলা হত। তেমনই, আধুনিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের ভক্তবৃন্দকেও অনেক সময়ে 'কৃষ্ণভক্ত' বলা হয়ে থাকে। তাই মনে হয় যে, শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণকে তাঁর নামের দ্বারা সম্বোধনের প্রথাটির দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

শ্লোক ৬

তথৈব সাত্যকিঃ পার্থৈঃ পূজিতশ্চাভিবন্দিতঃ ।
নিষসাদাসনেঽন্যে চ পূজিতাঃ পর্যুপাসত ॥ ৬ ॥

তথা এব—তেমনই; **সাত্যকিঃ**—সাত্যকি; **পার্থৈঃ**—পৃথার পুত্রদের দ্বারা; **পূজিতঃ**—পূজিত হয়েছিলেন; **চ**—এবং; **অভিবন্দিতঃ**—সমাদৃত; **নিষসাদ**—উপবেশন করলেন; **আসনে**—একটি আসনে; **অন্যে**—অন্যান্যরা; **চ**—ও; **পূজিতাঃ**—পূজিত হয়ে; **পর্যুপাসত**—চতুর্দিকে উপবিষ্ট হলেন।

অনুবাদ

পাণ্ডবদের কাছে স্বাগত সম্মান এবং অর্চনা গ্রহণ করার পরে, সাত্যকিও একটি মর্যাদার আসন গ্রহণ করলেন এবং শ্রীভগবানের অন্যান্য সঙ্গীরাও অভিনন্দিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে উপবিষ্ট হলেন।

শ্লোক ৭

পৃথাং সমাগত্য কৃতাভিবাদনস্
তয়াতিহার্দার্দ্রদৃশাভিরম্ভিতঃ ।
আপৃষ্টবাংস্তাং কুশলং সহস্নুষাং
পিতৃষ্বসারং পরিপৃষ্টবান্ধবঃ ॥ ৭ ॥

পৃথাম্—রাণী কুন্তীর কাছে; **সমাগত্য**—গমন করে; **কৃত**—নিবেদন করে; **অভিবাদনঃ**—তাঁর প্রণাম; **তয়া**—তার দ্বারা; **অতি**—অতিশয়; **হার্দ**—স্নেহ দ্বারা; **অর্দ্র**—সিক্ত;

দৃশা—যার দুই নয়ন; **অভিরম্ভিতঃ**—আলিঙ্গন করলেন; **আপৃষ্টবান্**—তিনি জিজ্ঞাসা করলেন; **তাম্**—তাঁর কাছ থেকে; **কুশলম্**—তাঁর মঙ্গল বিষয়ে; **সহ**—একত্রে; **স্নুষাম্**—তাঁর পুত্রবধূ, দ্রৌপদীর সঙ্গে; **পিতৃ**—তাঁর পিতা বসুদেবের; **ষ্বসারম্**—ভগিনী; **পরিপৃষ্ট**—বিশদ প্রশ্ন করলেন; **বান্ধবঃ**—দ্বারকার বাসিন্দা তাঁদের আত্মীয়দের সম্বন্ধে।

অনুবাদ

শ্রীভগবান অতঃপর তাঁর পিসি, রাণী কুন্তীকে দর্শনের জন্য গেলেন। তিনি তাঁকে প্রণাম নিবেদন করলেন এবং গভীর স্নেহভরে কুন্তীদেবী তাঁকে অশ্রুসিক্ত নয়নে আলিঙ্গন করলেন। তাঁর ও তাঁর পুত্রবধূ, দ্রৌপদীর কাছে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের কুশল প্রশ্নাদি করলেন এবং তাঁরাও দ্বারকায় তাঁর আত্মীয়স্বজন সম্বন্ধে তাঁকে বিশদ প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর দৃশ্যটির বর্ণনা করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ যখন তাঁর আসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি দেখলেন যে, তাঁর পিসি কুন্তী গভীর আগ্রহের সঙ্গে তাঁকে দর্শনের জন্য এগিয়ে আসছেন। তিনি তখন তৎক্ষণাৎ উঠে গিয়ে সত্বর তাঁর কাছে গেলেন এবং তাঁকে প্রণাম করলেন। কুন্তীদেবীর দু'চোখ পরম প্রেমে সিক্ত হয়ে উঠেছিল, তিনি তাঁকে আলিঙ্গন করে তাঁর মস্তকের ঘ্রাণ নিলেন।

শ্লোক ৮

তমাহ প্রেমবৈক্লব্যরুদ্ধকণ্ঠাশ্রুলোচনা ।
স্মরন্তী তান্ বহূন্ ক্লেশান্ ক্লেশাপায়াত্মদর্শনম্ ॥ ৮ ॥

তম্—তাঁকে; **আহ**—তিনি বললেন; **প্রেম**—প্রেমের; **বৈক্লব্য**—বিহ্বলতায়; **রুদ্ধ**—অবরুদ্ধ; **কণ্ঠা**—যাঁর কণ্ঠ; **অশ্রু**—অশ্রু দ্বারা; **লোচনা**—যাঁর দুই চোখ; **স্মরন্তি**—স্মরণ করছিল; **তান্**—সেই সকল; **বহূন্**—বহু; **ক্লেশান্**—ক্লেশ; **ক্লেশ**—ক্লেশের; **অপায়**—দূর করার জন্য; **আত্ম**—স্বয়ং; **দর্শনম্**—যিনি দর্শন দান করেন।

অনুবাদ

রাণী কুন্তী এমনই প্রেমবিহ্বল হয়ে ছিলেন যে, তিনি অবরুদ্ধ কণ্ঠে ও অশ্রুপূর্ণ নয়নে স্মরণ করছিলেন যে, তিনি এবং তাঁর পুত্রেরা কিভাবে বহু ক্লেশ অটলভাবে সহ্য করেছেন। এইভাবে, ভক্তগণের সকল ক্লেশ দূরীভূত করার জন্য যিনি তাঁদের সামনে আবির্ভূত হন, সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে তিনি বললেন।

শ্লোক ৯

তদৈব কুশলং নোঽভূৎ সনাথাস্তে কৃতা বয়ম্ ।
জ্ঞাতীন্ নঃ স্মরতা কৃষ্ণ ভ্রাতা মে প্রেষিতস্ত্বয়া ॥ ৯ ॥

তদা—সেই সময়ে; **এব**—কেবলমাত্র; **কুশলম্**—কুশল; **নঃ**—আমাদের; **অভূৎ**—জাগরিত হয়; **স**—দ্বারা; **নাথাঃ**—রক্ষাকর্তা; **তে**—তোমার দ্বারা; **কৃতাঃ**—করেছ; **বয়ম্**—আমরা; **জ্ঞাতীন্**—তোমার আত্মীয়স্বজন; **নঃ**—আমাদের; **স্মরতা**—স্মরণ করেছ; **কৃষ্ণ**—হে কৃষ্ণ; **ভ্রাতা**—ভ্রাতা (অক্রূর); **মে**—আমার; **প্রেষিতঃ**—প্রেরিত; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা।

অনুবাদ

[রাণী কুন্তী বললেন—] প্রিয় কৃষ্ণ, যখন তুমি তোমার আত্মীয় স্বজন বলে আমাদের স্মরণ কর এবং আমাদের দেখবার জন্য আমার ভ্রাতাকে পাঠিয়ে তোমার সুরক্ষা প্রদান কর, তখনই আমাদের কুশল সুনিশ্চিত হয়।

শ্লোক ১০

ন তেঽস্তি স্বপরভ্রান্তির্বিশ্বস্য সুহৃদাত্মনঃ ।
তথাপি স্মরতাং শশ্বৎ ক্লেশান্ হংসি হৃদি স্থিতঃ ॥ ১০ ॥

ন—না; **তে**—তোমার; **অস্তি**—রয়েছে; **স্ব**—নিজের; **পর**—এবং পরের; **ভ্রান্তিঃ**—মোহ; **বিশ্বস্য**—জগতের; **সুহৃৎ**—শুভাকাঙ্ক্ষীর জন্য; **আত্মনঃ**—এবং আত্মা; **তথা অপি**—তা হলেও; **স্মরতাম্**—যে স্মরণ করে; **শশ্বৎ**—অবিরত; **ক্লেশান্**—ক্লেশ; **হংসি**—তুমি বিনাশ কর; **হৃদি**—অন্তরে; **স্থিতঃ**—অবস্থিত।

অনুবাদ

তুমি জগতের সুহৃদ ও পরমাত্মা, তোমার কোনও 'আপন' এবং 'পর' মোহ নেই। তবুও, তুমি সকলের অন্তরে বাস করে, তোমাকে নিয়ত স্মরণকারীর ক্লেশ সমূলে বিনাশ কর।

তাৎপর্য

বুদ্ধিমতী রাণী কুন্তী এখানে উল্লেখ করছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদিও আত্মীয়রূপে তাঁর সঙ্গে প্রীতিপূর্ণভাবে ব্যবহার করছেন, কিন্তু জগতের সুহৃদ-আত্মারূপে তাঁর মর্যাদার সঙ্গে তিনি আপোস করেন না। পরোক্ষভাবে, শ্রীভগবান কোনও পক্ষপাত করেন না। যেমন *ভগবদ্গীতায়* (৯/২৯) তিনি বলছেন *সমোঽহং সর্বভূতেষু* অর্থাৎ "আমি সকলের প্রতি সমভাবাপন্ন।" তাই যখন ভগবান সকল জীবের সঙ্গে ভাব

বিনিময় করেন, তখন এটাই স্বাভাবিক যে, তাঁকে গভীরভাবে যাঁরা ভালবাসেন, তাঁরা ভগবানের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করেন, কারণ তাঁরা তাঁকে ছাড়া আর অন্য কিছুই চান না।

শ্লোক ১১

যুধিষ্ঠির উবাচ

কিং ন আচরিতং শ্রেয়ো ন বেদাহমধীশ্বর ।
যোগেশ্বরাণাং দুর্দর্শো যন্নো দৃষ্টঃ কুমেধসাম্ ॥ ১১ ॥

যুধিষ্ঠিরঃ উবাচ—যুধিষ্ঠির বললেন; **কিম্**—কি; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **আচরিতম্**—সম্পাদিত হয়েছে; **শ্রেয়ঃ**—পুণ্য কর্ম; **ন বেদ**—জানি না; **অহম্**—আমি; **অধীশ্বর**—হে অধীশ্বর; **যোগ**—যোগিগণের; **ঈশ্বরম্**—ঈশ্বর দ্বারা; **দুর্দশঃ**—দুর্লভ দর্শন; **যৎ**—যা; **নঃ**—আমাদের দ্বারা; **দৃষ্টঃ**—দর্শিত; **কু-মেধসাম্**—যারা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন।

অনুবাদ

রাজা যুধিষ্ঠির বললেন—হে অধীশ্বর, আমি জানি না, আমরা মূর্খেরা কোন্ পুণ্যকর্ম করেছি যার ফলে যোগেশ্বরগণেরও দুর্লভদর্শন আপনাকে আমরা দর্শন করতে পারছি।

শ্লোক ১২

ইতি বৈ বার্ষিকান্ মাসান্ রাজ্ঞা সোঽভ্যর্থিতঃ সুখম্ ।
জনয়ন্ নয়নানন্দমিন্দ্রপ্রস্থৌকসাং বিভুঃ ॥ ১২ ॥

ইতি—এইভাবে; **বৈ**—বস্তুতঃ; **বার্ষিকান্**—বর্ষা ঋতুর; **মাসান্**—মাসসমূহ; **রাজ্ঞা**—রাজা দ্বারা; **সঃ**—তিনি; **অভ্যর্থিতঃ**—সমাদৃত; **সুখম্**—সুখে; **জনয়ন্**—উৎপাদন করে; **নয়ন**—নয়নের জন্য; **আনন্দম্**—আনন্দ; **ইন্দ্রপ্রস্থ-ওকসাম্**—ইন্দ্রপ্রস্থের বাসিন্দাদের; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবান।

অনুবাদ

রাজার অনুরোধে তাঁদের সঙ্গে কিছুকাল থাকার প্রার্থনায় সর্বশক্তিমান ভগবান নগরবাসীদের নয়নে আনন্দ প্রদান করে বর্ষার কয়েক মাস ইন্দ্রপ্রস্থে সুখে অবস্থান করলেন।

তাৎপর্য

সম্ভব হলে, অনবদ্য কাব্যময় এই সংস্কৃত শ্লোকগুলি *ভাগবতের* পাঠকগণের শুদ্ধভাবে কীর্তন করার চেষ্টা করা উচিত।

শ্লোক ১৩-১৪

একদা রথমারুহ্য বিজয়ো বানরধ্বজম্ ।
গাণ্ডীবং ধনুরাদায় তূণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥ ১৩ ॥
সাকং কৃষ্ণেন সন্নদ্ধো বিহর্তুং বিপিনং মহৎ ।
বহুব্যালমৃগাকীর্ণং প্রাবিশৎ পরবীরহা ॥ ১৪ ॥

একদা—একদিন; **রথম্**—তাঁর রথ; **আরুহ্য**—আরোহণ করে; **বিজয়ঃ**—অর্জুন; **বানর**—বানর (হনুমান); **ধ্বজম্**—যাঁর পতাকায়; **গাণ্ডীবম্**—গাণ্ডীব নামক; **ধনুঃ**—তাঁর ধনুক; **আদায়**—গ্রহণ করে; **তূণৌ**—তাঁর দুটি তূণ; **চ**—এবং; **অক্ষয়**—অনিঃশেষ; **সায়কৌ**—যাঁর তীরগুলি; **সাকম্**—একত্রে; **কৃষ্ণেন**—শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে; **সন্নদ্ধঃ**—বর্ম্ম পরিধান করে; **বিহর্তুম্**—বিহার করার জন্য; **বিপিনম্**—এক বন; **মহৎ**—বিশাল; **বহু**—বহু; **ব্যাল-মৃগ**—হিংস্র প্রাণী; **আকীর্ণম্**—পূর্ণ; **প্রবিশৎ**—প্রবেশ করলেন; **পর**—শত্রু; **বীর**—বীরগণের; **হা**—বিনাশন।

অনুবাদ

একদিন মহাবল শত্রু বিনাশন অর্জুন, তাঁর বর্ম পরিধান করে, হনুমানের পতাকা বাহী তাঁর রথে আরোহণ করে, তাঁর ধনুক ও তাঁর অনিঃশেষ দুটি তূণ গ্রহণ করে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বিহারের জন্য হিংস্র প্রাণীসঙ্কুল এক বিশাল বনে গমন করলেন।

তাৎপর্য

এই ঘটনাটি অবশ্যই খাণ্ডববন দগ্ধ হবার পর ঘটেছিল, কারণ অর্জুন সেই সময়ে অর্জিত গাণ্ডীব ধনুক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র এখন ব্যবহার করছেন।

শ্লোক ১৫

তত্রাবিধ্যচ্ছরৈর্ব্যাঘ্রান্ শূকরান্ মহিষান্ রুরূন্ ।
শরভান্ গবয়ান্ খড়্গান্ হরিণান্ শশশল্লকান্ ॥ ১৫ ॥

তত্র—সেখানে; **অবিধ্যৎ**—তিনি বিদ্ধ করেছিলেন; **ব্যাঘ্রান্**—বাঘ; **শূকরান্**—শূকর; **মহিষান্**—বন মহিষ; **রুরূন্**—এক ধরনের পিপীলিকা ভুক্ জীব; **শরভান্**—এক প্রজাতির হরিণ; **গবয়ান্**—ষণ্ড সদৃশ স্তন্যপায়ী বন্য জন্তু; **খড়্গান্**—গণ্ডার; **হরিণান্**—কৃষ্ণহরিণ; **শশ**—খরগোশ; **শল্লকান্**—এবং শজারু।

অনুবাদ

অর্জুন তাঁর বাণ দিয়ে সেই বনে খরগোশ, শরভ, গবয়, গণ্ডার, কালো হরিণ, রুরু এবং শজারু সহ ব্যাঘ্র, শূকর এবং বন মহিষাদি বিদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৬

তান্ নিন্যুঃ কিঙ্করা রাজ্ঞে মেধ্যান্ পর্বণ্যুপাগতে ।
তৃট্পরীতঃ পরিশ্রান্তো বিভৎসুর্যমুনামগাৎ ॥ ১৬ ॥

তান্—তাদের; **নিন্যুঃ**—বহন করে; **কিঙ্করাঃ**—ভৃত্যগণ; **রাজ্ঞে**—রাজার; **মেধ্যান্**—যজ্ঞে নিবেদনের যোগ্য; **পর্বণি**—এক বিশেষ উৎসব; **উপাগতে**—সমাগত হলে; **তৃট্**—তৃষ্ণা দ্বারা; **পরীতঃ**—আর্ত; **পরিশ্রান্তঃ**—পরিশ্রান্ত; **বিভৎসুঃ**—অর্জুন; **যমুনাম্**—যমুনা নদীতে; **অগাৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

যজ্ঞে নিবেদনের উপযোগী নিহত পশুগুলি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে এক দল ভৃত্য বহন করে নিয়ে গেল। এরপর, তৃষ্ণার্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করে অর্জুন যমুনার তীরে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বর্ণনা করতেন, *ক্ষত্রিয়* বা যোদ্ধারা বিভিন্ন উদ্দেশ্যে বনে শিকার করত—তাদের যুদ্ধ কৌশল বা দক্ষতা অভ্যাস করার জন্য মানুষের কাছে ভীতিপ্রদ হিংস্র জন্তুদের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে, এবং বৈদিক যজ্ঞের জন্য প্রাণী সরবরাহ করার জন্য। যজ্ঞের শক্তির মাধ্যমে, নিহত প্রাণীদের নতুন দেহ প্রদান করা হত। যেহেতু পুরোহিতদের এখন আর সেই ক্ষমতা নেই, তাই যজ্ঞগুলি এখন নিছক পশু হত্যায় পর্যবসিত হওয়ায় তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের চতুর্থ স্কন্ধে আমরা দেখতে পাই যে, মহামুনি নারদ রাজা প্রাচীনবর্হিষৎকে শিকারের স্বীকৃত নীতি লঙ্ঘনের জন্য বিষম ভর্ৎসনা করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, রাজা ছিলেন আধুনিক ক্রীড়াবিদদের মতো যারা তাদের শখ বলতে যা বোঝায় তার চরিতার্থতার জন্যই নিষ্ঠুরভাবে পশু হত্যা করে থাকে।

শ্লোক ১৭

তত্রোপস্পৃশ্য বিশদং পীত্বা বারি মহারথৌ ।
কৃষ্ণৌ দদৃশতুঃ কন্যাং চরন্তীং চারুদর্শনাম্ ॥ ১৭ ॥

তত্র—সেখানে; **উপস্পৃশ্য**—স্নান করে; **বিশদম্**—নির্মল; **পীত্বা**—পান করে; **বারি**—জল; **মহা-রথৌ**—মহান রথ যোদ্ধা; **কৃষ্ণৌ**—দুই কৃষ্ণ; **দদৃশতুঃ**—দর্শন করলেন; **কন্যাম্**—এক কন্যা; **চরন্তীম্**—বিচরণশীল; **চারু-দর্শনাম্**—মনোরমা।

অনুবাদ

দুই কৃষ্ণ সেখানে স্নান করার পর, তাঁরা নদীর নির্মল জল পান করলেন। মহান দুই যোদ্ধা তখন এক মনোরমা কন্যাকে কাছেই বিচরণ করতে দেখলেন।

শ্লোক ১৮

তামাসাদ্য বরারোহাং সুদ্বিজাং রুচিরাননাম্ ।
পপ্রচ্ছ প্রেষিতঃ সখ্যা ফাল্গুনঃ প্রমদোত্তমাম্ ॥ ১৮ ॥

তাম্—তার; আসাদ্য—কাছে গিয়ে; বরা—সুন্দর; আরোহাম্—নিতম্ব; সু—সুন্দর; দ্বিজাম্—দন্তরাজি; রুচির—আকর্ষণীয়; আননাম্—মুখমণ্ডল; পপ্রচ্ছ—জিজ্ঞাসা করলেন; প্রেষিতঃ—প্রেরিত; সখ্যা—তাঁর সখা শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা; ফাল্গুনঃ—অর্জুন; প্রমদা—রমণী; উত্তমাম্—অসাধারণ।

অনুবাদ

তাঁর সখার কথায় অর্জুন সেই সু-নিতম্বা, সু-দন্তযুক্তা এবং সুরম্য বদনা অনন্যা যুবতী রমণীর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীকৃষ্ণ সেই কন্যার গভীর ভক্তি অর্জুনকে দেখাতে চেয়েছিলেন এবং তাই তাঁকে প্রাথমিক খোঁজখবর নিতে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।

শ্লোক ১৯

কা ত্বং কস্যাসি সুশ্রোণি কুতো বা কিং চিকীর্ষসি ।
মন্যে ত্বাং পতিমিচ্ছন্তীং সর্বং কথয় শোভনে ॥ ১৯ ॥

কা—কে; ত্বম্—তুমি; কস্য—কার; অসি—হও; সু-শ্রোণি—হে সুশ্রোণি; কুতঃ—কোথা হতে; বা—বা; কিম্—কি; চিকীর্ষসি—আকাঙ্ক্ষা কর; মন্যে—আমার মনে হয়; ত্বাম্—তুমি; পতিম্—পতি; ইচ্ছন্তীম্—কামনা করছ; সর্বম্—সমস্ত কিছু; কথয়—দয়াকরে বল; শোভনে—হে সুন্দরী।

অনুবাদ

[অর্জুন বললেন—] কে তুমি, হে সুশ্রোণি রমণী? তুমি কার কন্যা এবং তুমি কোথা হতে এসেছ? তুমি এখানে কি করছ? আমার মনে হয় তুমি নিশ্চয়ই একজন পতি অন্বেষণ করছ? হে সুন্দরী, দয়াকরে সমস্ত কিছু বর্ণনা কর।

শ্লোক ২০

শ্রীকালিন্দ্যুবাচ

অহং দেবস্য সবিতুর্দুহিতা পতিমিচ্ছতী ।
বিষ্ণুং বরেণ্যং বরদং তপঃ পরমমাস্থিতঃ ॥ ২০ ॥

শ্রীকালিন্দী উবাচ—শ্রীকালিন্দী বললেন; **অহম্**—আমি; **দেবস্য**—দেবতার; **সবিতুঃ**—সবিতা (সূর্যদেব); **দুহিতা**—কন্যা; **পতিম্**—আমার পতিরূপে; **ইচ্ছতি**—ইচ্ছা করি; **বিষ্ণুম্**—শ্রীবিষ্ণু; **বরেণ্যম্**—পরম বরণীয়; **বর-দম্**—বর-প্রদ; **তপঃ**—তপস্যায়; **পরমম্**—পরম; **আস্থিতঃ**—যুক্ত।

অনুবাদ

শ্রীকালিন্দী বললেন—আমি সূর্যদেবের কন্যা। আমি পরম সুন্দর ও মহাদানশীল শ্রীবিষ্ণুকে আমার পতিরূপে লাভের আকাঙ্ক্ষা করি এবং সেইজন্য আমি কঠিন তপস্যা করছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, শ্রীমতী কালিন্দী যথার্থই শ্রীবিষ্ণুকে সকল আশীর্বাদের মূল স্বরূপ পরম পতিরূপে এবং তাই তাঁর পত্নীর সকল বাসনা পূরণকারী স্বামীরূপে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন।

শ্লোক ২১

নান্যং পতিং বৃণে বীর তমৃতে শ্রীনিকেতনম্ ।
তুষ্যতাং মে স ভগবান্ মুকুন্দোঽনাথসংশ্রয়ঃ ॥ ২১ ॥

ন—না; **অন্যম্**—অন্য; **পতিম্**—পতি; **বৃণে**—আমি বরণ করব; **বীর**—হে বীর; **তম্**—তাঁকে; **ঋতে**—ব্যতীত; **শ্রী**—লক্ষ্মীদেবীর; **নিকেতনম্**—আলয়; **তুষ্যতাম্**—সন্তুষ্ট হউন; **মে**—আমার প্রতি; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—ভগবান; **মুকুন্দঃ**—কৃষ্ণ; **অনাথ**—অনাথ; **সংশ্রয়ঃ**—আশ্রয়।

অনুবাদ

লক্ষ্মীপতি ব্যতীত আমি অন্য কোনও পতি গ্রহণ করব না। সেই ভগবান শ্রীমুকুন্দ, যিনি অনাথের আশ্রয়, তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।

তাৎপর্য

সুন্দরী কালিন্দী এখানে তাঁর কিছু আশঙ্কা প্রকাশ করছেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বলছেন যে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া অন্য কোনও পতি তিনি গ্রহণ করবেন না এবং তিনি

উল্লেখ করছেন যে, শ্রীকৃষ্ণ অনাথের আশ্রয়। যেহেতু তিনি আর কোনও আশ্রয় গ্রহণ করবেন না, তাই শ্রীকৃষ্ণ অবশ্যই তাঁকে আশ্রয় দান করবেন। তিনি আরও বললেন, *তুষ্যতাং মে স ভগবান্*, "সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি প্রসন্ন হোন।" এটাই তাঁর প্রার্থনা।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করছেন, যদিও কালিন্দী অল্পবয়স্কা অসহায় রমণী নির্জন স্থানে বাস করছিলেন, তবুও তিনি ভয়ভীতা নন। শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অচলা ভক্তি এবং এই প্রকার একনিষ্ঠ বিশ্বাসই আদর্শ কৃষ্ণভাবনাময় জীবনদর্শন এবং তাই শ্রীমতী কালিন্দীর আকাঙ্ক্ষা শীঘ্রই পূর্ণ হবে।

শ্লোক ২২

কালিন্দীতি সমাখ্যাতা বসামি যমুনাজলে ।
নির্মিতে ভবনে পিত্রা যাবদচ্যুতদর্শনম্ ॥ ২২ ॥

কালিন্দী—কালিন্দী; **ইতি**—এইভাবে; **সমাখ্যাতা**—পরিচিতা; **বসামি**—আমি বাস করছি; **যমুনা-জলে**—যমুনার জলে; **নির্মিতে**—নির্মিত; **ভবনে**—এক বৃহৎ ভবনে; **পিত্রা**—আমার পিতার দ্বারা; **যাবৎ**—যতক্ষণ না; **অচ্যুত**—শ্রীকৃষ্ণের; **দর্শনম্**—দর্শন।

অনুবাদ

আমি কালিন্দী নামে পরিচিতা এবং যমুনার জলমধ্যে আমার জন্য আমার পিতার দ্বারা নির্মিত এক বৃহৎ ভবনে আমি বাস করি। ভগবান অচ্যুতের সঙ্গে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত আমি সেখানেই থাকব।

তাৎপর্য

যেহেতু কালিন্দী ছিলেন স্বয়ং সূর্যদেবের প্রিয় সন্তান, তাই কে তাঁকে বিরক্ত করার সাহস করবে? এই ঘটনা থেকে অতীত যুগে মহাত্মা ব্যক্তিদের দ্বারা কার্যকর সুন্দর পারমার্থিক পন্থাকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। জড় জাগতিক 'প্রেম কাহিনী'-র মতো ভালবাসা বলতে যা বোঝায়, এটি তেমন নয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্য সুন্দরী কালিন্দীর প্রেম ছিল বিশুদ্ধ ও পূর্ণ। এমন কি কালিন্দী সুকোমল অল্প-বয়স্কা কন্যা হলেও, শ্রীকৃষ্ণকে বিবাহ করার জন্য তাঁর সঙ্কল্প এতই দৃঢ় ছিল যে, তাঁর পিতাকে দিয়ে যমুনায় তাঁর জন্য একটি ভবন নির্মাণের ব্যবস্থাও করেছিলেন, যেখানে তাঁর প্রিয়তম না আসা পর্যন্ত তিনি কঠিন তপশ্চর্যা পালন করতে পারবেন।

শ্লোক ২৩

তথাবদদ্ গুড়াকেশো বাসুদেবায় সোঽপি তাম্ ।
রথমারোপ্য তদ্বিদ্বান্ ধর্মরাজমুপাগমৎ ॥ ২৩ ॥

তথা—এইভাবে; **অবদৎ**—বললেন; **গুড়াকেশঃ**—অর্জুন; **বাসুদেবায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **সঃ**—তিনি; **অপি**—এবং; **তাম্**—তাঁকে; **রথম্**—তাঁর রথে; **আরোপ্য**—গ্রহণ করে; **তৎ**—এই সকলের; **বিদ্বান্**—ইতিমধ্যে অবহিত; **ধর্ম-রাজম্**—রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে; **উপাগমৎ**—গমন করলেন।

অনুবাদ

[শুকদেব গোস্বামী আরও বললেন—] অর্জুন, ভগবান বাসুদেবের কাছে এই সমস্তই আবার বর্ণনা করলেন, যদিও ইতিমধ্যেই তিনি সবই জানতেন। শ্রীভগবান তখন কালিন্দীকে তাঁর রথে গ্রহণ করে রাজা যুধিষ্ঠিরকে দর্শন করার জন্য প্রত্যাগমন করলেন।

শ্লোক ২৪

যদৈব কৃষ্ণঃ সন্দিষ্টঃ পার্থানাং পরমাদ্ভুতম্ ।
কারয়ামাস নগরং বিচিত্রং বিশ্বকর্মণা ॥ ২৪ ॥

যদা এব—যখন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সন্দিষ্টঃ**—অনুরুদ্ধ হলেন; **পার্থানাম্**—পৃথার পুত্রদের জন্য; **পরম**—পরম; **অদ্ভুতম্**—অদ্ভুত; **কারয়াম্ আস**—তিনি নির্মাণ করালেন; **নগরম্**—নগর; **বিচিত্রম্**—বৈচিত্র্যপূর্ণ; **বিশ্বকর্মণা**—দেবতাদের স্থপতি বিশ্বকর্মার দ্বারা।

অনুবাদ

[পূর্ববর্তী একটি ঘটনা বর্ণনা করে, শুকদেব গোস্বামী বললেন—] পাণ্ডবদের অনুরোধে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বকর্মাকে দিয়ে এক পরম বিচিত্র এবং অদ্ভুত নগরী তাঁদের জন্য নির্মাণ করিয়ে দিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর উল্লেখ করেছেন যে, এই নগরী খাণ্ডব বন দহনের আগেই তৈরি হয়েছিল এবং তাই শ্রীভগবান তাঁর বধূ কালিন্দীকে পাওয়ার আগেই এই নগরী তৈরি হয়েছিল।

শ্লোক ২৫

ভগবাংস্তত্র নিবসন্ স্বানাং প্রিয়চিকীর্ষয়া ।
অগ্নয়ে খাণ্ডবং দাতুমর্জুনস্যাস সারথিঃ ॥ ২৫ ॥

ভগবান্—ভগবান; **তত্র**—সেখানে; **নিবসন্**—বাস করলেন; **স্বানাম্**—তাঁর নিজের (ভক্তগণের); **প্রিয়**—আনন্দ; **চিকীর্ষয়া**—প্রদানের ইচ্ছায়; **অগ্নে**—অগ্নিদেবকে; **খাণ্ডবম্**—খাণ্ডব বন; **দাতুম্**—দান করার জন্য; **অর্জুনস্য**—অর্জুনের; **আস**—তিনি হলেন; **সারথিঃ**—রথ চালক।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান তাঁর ভক্তবৃন্দকে সন্তুষ্ট করার জন্য কিছুকাল সেই নগরীতে অবস্থান করলেন। কোনও এক সময়ে, শ্রীকৃষ্ণ অগ্নিকে উপহার স্বরূপ খাণ্ডব বন প্রদান করতে চাইলেন এবং শ্রীভগবান তাই অর্জুনের সারথি হলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামী, পাণ্ডবগণের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের অবস্থানের সময়ে সংঘটিত ঘটনাবলীর কাল বর্ণনা করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, প্রথমে খাণ্ডব বন দগ্ধ হয়েছিল, তারপর কালিন্দী প্রাপ্তি হয়, তারপর নগরী নির্মাণ এবং তারপর সভাগৃহটি পাণ্ডবদের উপহার দেওয়া হয়েছিল।

শ্লোক ২৬

সোঽগ্নিস্তুষ্টো ধনুরদাদ্ধয়ান্ শ্বেতান্ রথং নৃপ ।
অর্জুনায়াক্ষয়ৌ তূণৌ বর্ম চাভেদ্যমস্ত্রিভিঃ ॥ ২৬ ॥

সঃ—তিনি; **অগ্নিঃ**—অগ্নিদেব; **তুষ্টঃ**—তুষ্ট হয়ে; **ধনুঃ**—একটি ধনুক; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **হয়ান্**—অশ্বসমূহ; **শ্বেতান্**—শ্বেত; **রথম্**—রথ; **নৃপ**—হে রাজন্ (পরীক্ষিৎ); **অর্জুনায়**—অর্জুনকে; **অক্ষয়ৌ**—অনিঃশেষ; **তূণৌ**—দুটি তূণ; **বর্ম**—বর্ম; **চ**—এবং; **অভেদ্যম্**—অভেদ্য; **অস্ত্রি-ভিঃ**—অস্ত্রের পরিচালনা দ্বারা।

অনুবাদ

হে রাজন, অগ্নিদেব সন্তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে একটি ধনুক, এক দল শ্বেত অশ্ব, একটি রথ, এক জোড়া অনিঃশেষ তূণ এবং কোনও যোদ্ধা অস্ত্র দ্বারা ভেদ করতে পারবে না এমন বর্ম উপহার প্রদান করলেন।

শ্লোক ২৭

ময়শ্চ মোচিতো বহ্নেঃ সভাং সখ্য উপাহরৎ ।
যস্মিন্ দুর্যোধনস্যাসীজ্জলস্থলদৃশিভ্রমঃ ॥ ২৭ ॥

ময়ঃ—ময় নামক দানব; **চ**—এবং; **মোচিতঃ**—উদ্ধার করেন; **বহ্নেঃ**—আগুন থেকে; **সভাম্**—একটি সভাগৃহ; **সখ্যে**—তাঁর বন্ধু অর্জুনকে; **উপাহরৎ**—উপহার প্রদান করল; **যস্মিন্**—যেখানে; **দুর্যোধনস্য**—দুর্যোধনের; **আসীৎ**—হয়েছিল; **জল**—জলের; **স্থল**—এবং শুষ্ক ভূমি; **দৃশি**—দর্শন করে; **ভ্রমঃ**—ভ্রম।

অনুবাদ

যখন ময় দানব তার সখা অর্জুনের সাহায্যে আগুন থেকে রক্ষা পেয়েছিল, তখন সে তাঁকে এক সভাগৃহ উপহার দিয়েছিল, যেখানে পরে দুর্যোধন জলকে স্থল বলে বিভ্রান্ত হয়েছিল।

শ্লোক ২৮

স তেন সমনুজ্ঞাতঃ সুহৃদ্ভিশ্চানুমোদিতঃ ।
আযযৌ দ্বারকাং ভূয়ঃ সাত্যকিপ্রমুখৈর্বৃতঃ ॥ ২৮ ॥

সঃ—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **তেন**—তাঁর (অর্জুনের) কাছে; **সমনুজ্ঞাতঃ**—সম্মতি গ্রহণ করে; **সু-হৃদভিঃ**—তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী; **চ**—এবং; **অনুমোদিতঃ**—অনুমোদিত; **আযযৌ**—তিনি গমন করলেন; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **ভূয়ঃ**—পুনরায়; **সাত্যকি-প্রমুখৈঃ**—সাত্যকি প্রমুখের সঙ্গে; **বৃতঃ**—পরিবৃত হয়ে।

অনুবাদ

অতঃপর অর্জুন এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন ও সুহৃদবর্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সাত্যকী ও তাঁর অবশিষ্ট অনুগামীদের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

শ্লোক ২৯

অথোপযেমে কালিন্দীং সুপুণ্যর্ত্বৃক্ষ ঊর্জিতে ।
বিতন্বন্ পরমানন্দং স্বানাং পরমমঙ্গলঃ ॥ ২৯ ॥

অথ—অতঃপর; **উপযেমে**—তিনি বিবাহ করলেন; **কালিন্দীম্**—কালিন্দী; **সু**—অত্যন্ত; **পুণ্য**—পবিত্র; **ঋতু**—ঋতু; **ঋক্ষে**—নক্ষত্রে; **ঊর্জিতে**—(একদিন) যখন রবিশুদ্ধি ও অন্যান্য শুভ সম্পদ যুক্ত; **বিতন্বন্**—বিস্তার করে; **পরম**—পরম; **আনন্দম্**—আনন্দ; **স্বানাম্**—তাঁর ভক্তবৃন্দের জন্য; **পরম**—পরম; **মঙ্গলঃ**—মঙ্গল।

অনুবাদ

একদিন যখন ঋতু, চান্দ্র নক্ষত্র এবং রবিশুদ্ধি ও শুভ সম্পদসমূহ সকলই অনুকূল হল, তখন পরম মঙ্গলময় ভগবান কালিন্দীকে বিবাহ করলেন। এইভাবে তিনি তাঁর ভক্তগণের মধ্যে পরমানন্দ সঞ্চার করেছিলেন।

শ্লোক ৩০

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ দুর্যোধনবশানুগৌ ।
স্বয়ং বরে স্বভগিনীং কৃষ্ণে সক্তাং ন্যষেধতাম্ ॥ ৩০ ॥

বিন্দ্য-অনুবিন্দৌ—বিন্দ্য ও অনুবিন্দ্য; **আবন্তৌ**—অবন্তীর যুগ্ম রাজারা; **দুর্যোধন-বশ-অনুগৌ**—দুর্যোধনের বশবর্তী; **স্বয়ম্বরে**—তাঁর আপন পতিকে পছন্দ করার অনুষ্ঠানে; **স্ব**—তাঁদের; **ভগিনীম্**—ভগিনী; **কৃষ্ণে**—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি; **সক্তাম্**—যিনি আসক্তা ছিলেন; **ন্যষেধতাম্**—তারা নিষেধ করেছিলেন।

অনুবাদ

বিন্দ্য ও অনুবিন্দ্য, যারা অবন্তীর সিংহাসন ভাগ করে নিয়েছিল, তারা ছিল দুর্যোধনের অনুগামী। যখন স্বয়ংবর অনুষ্ঠানে তাদের ভগিনীর (মিত্রবিন্দা) পতি নির্বাচনের সময় এল, তখন সে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুরক্তা হয়ে থাকলেও শ্রীকৃষ্ণকে পছন্দ করতে তারা তাকে নিষেধ করল।

তাৎপর্য

কুরু ও পাণ্ডবদের মধ্যে শত্রুতা ভাব এতটাই প্রবল ছিল যে, দুর্যোধনের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার ফলে, মিত্রবিন্দার ভাইয়েরা শ্রীকৃষ্ণকে পতি রূপে গ্রহণ করতে সেই যুবতী কন্যাকে নিষেধ করেছিল।

শ্লোক ৩১

রাজাধিদেব্যাস্তনয়াং মিত্রবিন্দাং পিতৃষ্বসুঃ ।
প্রসহ্য হৃতবান্ কৃষ্ণো রাজন্ রাজ্ঞাং প্রপশ্যতাম্ ॥ ৩১ ॥

রাজাধিদেব্যাঃ—রাণী রাজাধিদেবীর; **তনয়াম্**—কন্যা; **মিত্রবিন্দাম্**—মিত্রবিন্দা; **পিতৃ**—তাঁর পিতার; **ষ্বসুঃ**—ভগিনীর; **প্রসহ্য**—বলপ্রয়োগ করে; **হৃতবান্**—হরণ করেছিলেন; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **রাজন্**—হে রাজন (পরীক্ষিৎ); **রাজ্ঞাম্**—রাজাদের; **প্রপশ্যতাম্**—সমক্ষে।

অনুবাদ

হে রাজন, বিপক্ষের সকল রাজাদের চোখের সামনে, তাঁর পিসী রাজাধিদেবীর তনয়া রাজকন্যা মিত্রবিন্দাকে শ্রীকৃষ্ণ বলপূর্বক অপহরণ করলেন।

শ্লোক ৩২

নগ্নজিন্নাম কৌশল্য আসীদ্ রাজাতিধার্মিকঃ ।
তস্য সত্যাভবৎ কন্যা দেবী নাগ্নজিতী নৃপ ॥ ৩২ ॥

নগ্নজিৎ—নগ্নজিৎ; **নাম**—নামে; **কৌশল্যঃ**—কৌশল্যের (অযোধ্যা) শাসক; **আসীৎ**—ছিলেন; **রাজা**—এক রাজা; **অতি**—অত্যন্ত; **ধার্মিকঃ**—ধার্মিক; **তস্য**—তাঁর; **সত্যা**—সত্যা; **অভবৎ**—ছিল; **কন্যা**—এক কন্যা; **দেবী**—সুন্দরী; **নাগ্নজিতী**—নাগ্নজিতীও বলা হত; **নৃপ**—হে রাজন।

অনুবাদ

হে রাজন, কৌশল্যের অত্যন্ত ধার্মিক রাজা নগ্নজিতের সত্যা বা নাগ্নজিতী নামে এক সুন্দরী কন্যা ছিল।

শ্লোক ৩৩

ন তাং শেকুর্নৃপা বোঢুমজিত্বা সপ্তগোবৃষান্ ।
তীক্ষ্ণশৃঙ্গান্ সুদুর্ধর্ষান্ বীর্যগন্ধাসহান্ খলান্ ॥ ৩৩ ॥

ন—না; **তাম্**—তাঁর; **শেকুঃ**—সমর্থ ছিল; **নৃপাঃ**—রাজাগণ; **বোঢুম্**—বিবাহ করতে; **অজিত্বা**—জয় না করে; **সপ্ত**—সাতটি; **গো-বৃষান্**—বৃষ; **তীক্ষ্ণ**—তীক্ষ্ণ; **শৃঙ্গান্**—শৃঙ্গ; **সু**—অত্যন্ত; **দুর্ধর্ষান্**—দুর্ধর্ষ; **বীর্য**—যোদ্ধার; **গন্ধ**—গন্ধ; **অসহান্**—সহ্য করতে পারে না; **খলান্**—খল।

অনুবাদ

সাতটি তীক্ষ্ণশৃঙ্গ বৃষকে দমন করতে না পারলে, কোনও প্রাণিপ্রার্থী রাজা তাকে বিবাহ করবার অনুমোদনযোগ্য ছিল না। এই বৃষগুলি ছিল অত্যন্ত দুরন্ত এবং দুর্ধর্ষ, আর তারা যোদ্ধাদের গন্ধটুকুও সহ্য করতে পারত না।

শ্লোক ৩৪

তাং শ্রুত্বা বৃষজিল্লভ্যাং ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ ।
জগাম কৌশল্যপুরং সৈন্যেন মহতা বৃতঃ ॥ ৩৪ ॥

তাম্—তাঁর; **শ্রুত্বা**—শ্রবণ করে; **বৃষ**—বৃষ; **জিৎ**—বিজয়ীর দ্বারা; **লভ্যাম্**—প্রাপ্তব্য; **ভগবান্**—ভগবান; **সাত্বতাম্**—বৈষ্ণবদের; **পতিঃ**—পতি; **জগাম**—গমন করলেন; **কৌশল্য-পুরম্**—কৌশল্য রাজ্যের রাজধানীতে; **সৈন্যেন**—এক সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **মহতা**—বিশাল; **বৃতঃ**—পরিবেষ্টিত।

অনুবাদ

যখন বৈষ্ণবপতি পরমেশ্বর ভগবান বৃষ বিজয়ের মাধ্যমে রাজকন্যাকে লাভ করতে হবে, শুনলেন—তখন, তিনি এক বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে কৌশল্যার রাজধানীতে গেলেন।

শ্লোক ৩৫

স কোশলপতিঃ প্রীতঃ প্রত্যুত্থানাসনাদিভিঃ ।
অর্হণেনাপি গুরুণা পূজয়ন্ প্রতিনন্দিতঃ ॥ ৩৫ ॥

সঃ—তিনি; কোশল-পতিঃ—কোশলের অধিপতি; প্রীতঃ—সন্তুষ্ট; প্রত্যুত্থান—উত্থিত হয়ে; আসন—একটি আসন নিবেদন করে; আদিভিঃ—এবং ইত্যাদি; অর্হণেন—এবং অর্ঘ্যসমূহ দ্বারা; অপি—ও; গুরুণা—মহার্ঘ; পূজয়ন্—পূজা করেছিলেন; প্রতিনন্দিতঃ—প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেছিলেন।

অনুবাদ

কোশলরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করে প্রীত হয়ে তাঁর সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাঁর অর্চনা করলেন এবং তাঁকে মহার্ঘ উপহার সামগ্রী ও মর্যাদার আসন নিবেদন করলেন। শ্রীকৃষ্ণও রাজাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে অভিনন্দিত করলেন।

শ্লোক ৩৬

বরং বিলোক্যাভিমতং সমাগতং
নরেন্দ্রকন্যা চকমে রমাপতিম্ ।
ভূয়াদয়ং মে পতিরাশিষোঽনলঃ
করোতু সত্যা যদি মে ধৃতো ব্রতঃ ॥ ৩৬ ॥

বরম্—বর; বিলোক্য—দর্শন করে; অভিমতম্—অভীষ্ট; সমাগতম্—সমাগত; নরেন্দ্র—রাজার; কন্যা—কন্যা; চকমে—আকাঙ্ক্ষা করলেন; রমা—লক্ষ্মীদেবীর; পতিম্—পতি; ভূয়াৎ—হউন; অয়ম্—তিনি; মে—আমার; পতিঃ—পতি; আশিষঃ—আশীর্বাদ; অনলঃ—অগ্নি; করোতু—করুন; সত্যাঃ—সত্য; যদি—যদি; মে—আমার দ্বারা; ধৃতঃ—ধারণ করে থাকি; ব্রতঃ—আমার ব্রত।

অনুবাদ

রাজকন্যা যখন দেখলেন যে, পরম অভীষ্ট বর সমাগত হয়েছেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ রমাপতিকে লাভের বাসনা করলেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, "তিনি আমার পতি হউন। যদি আমি আমার ব্রত পালন করে থাকি, পবিত্র অগ্নি তা হলে আমার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করুন।"

শ্লোক ৩৭

যৎপাদপঙ্কজরজঃ শিরসা বিভর্তি
শ্রীরব্জজঃ সগিরিশঃ সহ লোকপালৈঃ ।
লীলাতনুঃ স্বকৃতসেতুপরীপ্সয়া যঃ
কালেঽদধৎ স ভগবান্ মম কেন তুষ্যেৎ ॥ ৩৭ ॥

যৎ—যাঁর; **পাদ**—পদদ্বয়ের; **পঙ্কজ**—পদ্মসদৃশ; **রজঃ**—ধূলি; **শিরসা**—তাঁর মস্তকে; **বিভ্রতি**—ধারণ করেন; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **অব্জজঃ**—ব্রহ্মা, যিনি একটি পদ্মফুল হতে জন্মেছিলেন; **স**—সহ একত্রে; **গিরি-শঃ**—কৈলাস পর্বতের অধিপতি, শ্রীশিব; **সহ**—সহ; **লোক**—গ্রহসমূহের; **পালৈঃ**—বিভিন্ন শাসকগণ; **লীলা**—তাঁর লীলারূপে; **তনুঃ**—একটি দেহ; **স্ব**—স্বয়ং তাঁর দ্বারা; **কৃত**—সৃষ্ট; **সেতু**—ধর্মসূত্র; **পরীপ্সয়া**—রক্ষা করার আকাঙ্ক্ষায়; **যঃ**—যিনি; **কালে**—সময়ে; **অদধৎ**—ধারণ করেন; **সঃ**—তিনি; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **মাম্**—আমার দ্বারা; **কেন**—কিভাবে; **তুষ্যেৎ**—সন্তুষ্ট হবেন।

অনুবাদ

"লক্ষ্মীদেবী, ব্রহ্মা, শিব এবং অন্যান্য গ্রহের শাসকেরা তাঁর পাদপদ্মের ধূলি তাদের মস্তকে স্থাপন করেন এবং তাঁর দ্বারা সৃষ্ট ধর্মসূত্র রক্ষা করার জন্য তিনি বিভিন্ন সময়ে লীলাবিগ্রহ সমূহ ধারণ করেন। কিভাবে সেই পরমেশ্বর ভগবান আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন?"

শ্লোক ৩৮

অর্চিতং পুনরিত্যাহ নারায়ণ জগৎপতে ।
আত্মানন্দেন পূর্ণস্য করবাণি কিমল্পকঃ ॥ ৩৮ ॥

অর্চিতম্—তাঁকে, যিনি অর্চিত হয়েছেন; **পুনঃ**—পুনরায়; **ইতি**—এইভাবে; **আহ**—তিনি (রাজা নগ্নজিৎ) বললেন; **নারায়ণ**—হে নারায়ণ; **জগৎ**—জগতের; **পতে**—হে অধীশ্বর; **আত্ম**—আত্ম; **আনন্দেন**—আনন্দে; **পূর্ণস্য**—পরিপূর্ণ; **করবাণি**—আমি করতে পারি; **কিম্**—কি; **অল্পকঃ**—নগণ্য।

অনুবাদ

রাজা নগ্নজিৎ প্রথমে যথাযথরূপে শ্রীভগবানের আরাধনা করলেন এবং তাঁকে সম্বোধন করে বললেন—"হে নারায়ণ, হে জগদীশ্বর, আপনার নিজ চিন্ময় আনন্দে আপনি পরিপূর্ণ। সুতরাং এই নগণ্য ব্যক্তি আপনার জন্য কি করতে পারে?"

শ্লোক ৩৯

শ্রীশুক উবাচ

তমাহ ভগবান্ হৃষ্টঃ কৃতাসনপরিগ্রহঃ ।
মেঘগম্ভীরয়া বাচা সস্মিতং কুরুনন্দন ॥ ৩৯ ॥

শ্রীশুকঃ উবাচ—শুকদেব গোস্বামী বললেন; **তম্**—তাঁকে; **আহ**—বললেন; **ভগবান্**—ভগবান; **হৃষ্টঃ**—সন্তুষ্ট; **কৃত**—করে; **আসন**—আসন; **পরিগ্রহঃ**—গ্রহণ; **মেঘ**—মেঘের মতো; **গম্ভীরয়া**—গম্ভীর; **বাচা**—কণ্ঠে; **স**—সহ; **স্মিতম্**—হাস্য; **কুরু**—কুরুর; **নন্দন**—হে প্রিয় বংশধর।

অনুবাদ

শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে প্রিয় কুরুনন্দন, পরমেশ্বর ভগবান সন্তুষ্ট হলেন এবং একটি সুখাসন গ্রহণ করার পর তিনি স্মিত হাসলেন ও মেঘগম্ভীর স্বরে রাজার উদ্দেশ্যে বললেন।

শ্লোক ৪০

শ্রীভগবানুবাচ

নরেন্দ্র যাচ্ঞা কবিভির্বিগর্হিতা
রাজন্যবন্ধোর্নিজধর্মবর্তিনঃ ।
তথাপি যাচে তব সৌহৃদেচ্ছয়া
কন্যাং ত্বদীয়াং নহি শুল্কদা বয়ম্ ॥ ৪০ ॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **নরেন্দ্র**—হে মনুষ্যগণের শাসক; **যাচ্ঞা**—প্রার্থনা করা; **কবিভিঃ**—তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ দ্বারা; **বিগর্হিতা**—নিন্দিত; **রাজন্য**—রাজকীয় পরম্পরার; **বন্ধোঃ**—এক সদস্যের পক্ষে; **নিজ**—নিজ; **ধর্ম**—ধর্ম; **বর্তিনঃ**—স্থিত; **তথা অপি**—তথাপি; **যাচে**—আমি প্রার্থনা করছি; **তব**—তোমার; **সৌহৃদ**—সৌহার্দের জন্য; **ইচ্ছয়া**—আকাঙ্ক্ষার ফলে; **কন্যাম্**—কন্যা; **ত্বদীয়াম্**—তোমার; **ন**—না; **হি**—প্রকৃতপক্ষে; **শুল্ক-দাঃ**—মূল্য প্রদায়ী; **বয়ম্**—আমরা।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান বললেন—হে নরেন্দ্র, স্বধর্ম পালনকারী কোনও রাজন্য ব্যক্তির অন্যের কাছে প্রার্থনা তত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা নিন্দা করে থাকেন। তবুও তোমার সৌহার্দ কামনা করে, আমি তোমার কন্যাকে যাচ্ঞা করছি, যদিও বিনিময়ে আমরা কোনও উপহার প্রদান করি না।

শ্লোক ৪১

শ্রীরাজোবাচ

কোঽন্যস্তেঽভ্যধিকো নাথ কন্যাবর ইহেপ্সিতঃ ।
গুণৈকধাম্নো যস্যাঙ্গে শ্রীর্বসত্যনপায়িনী ॥ ৪১ ॥

শ্রীরাজা উবাচ—রাজা নগ্নজিৎ বললেন; **কঃ**—কে; **অন্যঃ**—অন্য; **তে**—তোমার হতে; **অভ্যধিকঃ**—অধিক; **নাথ**—হে নাথ; **কন্যা**—আমার কন্যার জন্য; **বরঃ**—বর; **ইহ**—এই জগতে; **ঈপ্সিতঃ**—আকাঙ্ক্ষিত; **গুণ**—চিন্ময় গুণাবলীর; **এক**—একমাত্র; **ধাম্নঃ**—যিনি ধাম; **যস্য**—যাঁর; **অঙ্গে**—অঙ্গে; **শ্রীঃ**—লক্ষ্মীদেবী; **বসতি**—বাস করেন; **অনপায়িনী**—নিরন্তর।

অনুবাদ

রাজা বললেন—হে নাথ, সকল চিন্ময় গুণাবলীর একমাত্র আলয় আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বর আমার কন্যার জন্য আর কে হতে পারেন? আপনার দেহে লক্ষ্মীদেবী বাস করেন, কখনও কোন কারণেই আপনাকে তিনি ত্যাগ করেন না।

শ্লোক ৪২

কিন্ত্বস্মাভিঃ কৃতঃ পূর্বং সময়ঃ সাত্বতর্ষভ ।
পুংসাং বীর্যপরীক্ষার্থং কন্যাবরপরীপ্সয়া ॥ ৪২ ॥

কিন্তু—কিন্তু; **অস্মাভিঃ**—আমাদের দ্বারা (কন্যার পরিবার); **কৃত**—করা হয়েছে; **পূর্বম্**—পূর্বে; **সময়ঃ**—নিয়ম; **সাত্বত-ঋষভ**—হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ; **পুংসাম্**—পুরুষের (প্রার্থীরূপে আগত); **বীর্য**—শক্তি; **পরীক্ষা**—পরীক্ষার; **অর্থম্**—জন্য; **কন্যা**—আমার কন্যার জন্য; **বর**—বর; **পরীপ্সয়া**—প্রাপ্ত হওয়ার কামনায়।

অনুবাদ

কিন্তু আমার কন্যার জন্য যোগ্য বর নিশ্চিত করতে, হে সাত্বতশ্রেষ্ঠ, তার পাণিপ্রার্থীদের শক্তি পরীক্ষার জন্য আমরা পূর্বে একটি শর্ত স্থাপন করেছি।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের মতানুসারে, রাজার পরীক্ষার ব্যবস্থা করার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর জামাতা রূপে লাভ করা, কারণ কেবলমাত্র তিনিই বৃষগুলিকে দমন করতে পারেন। এই ধরনের পরীক্ষা ব্যতিরেকে নগ্নজিতের পক্ষে তাঁর কন্যার পাণিপ্রার্থীরূপে আগত বহু আপাত যোগ্য রাজকুমার ও রাজাদের প্রত্যাখ্যান করা কঠিন হত।

শ্লোক ৪৩

সপ্তৈতে গোবৃষা বীর দুর্দান্তা দুরবগ্রহাঃ ।
এতৈর্ভগ্নাঃ সুবহবো ভিন্নগাত্রা নৃপাত্মজাঃ ॥ ৪৩ ॥

সপ্ত—সাত; **এতে**—এই সকল; **গো-বৃষাঃ**—বৃষসমূহ; **বীর**—হে বীর; **দুর্দান্তাঃ**—বন্য; **দুরবগ্রহাঃ**—দুরায়াত্ত; **এতৈঃ**—তাদের দ্বারা; **ভগ্নাঃ**—পরাজিত; **সু-বহবঃ**—বহু; **ভিন্ন**—ভগ্ন; **গাত্রাঃ**—তাদের গাত্র; **নৃপ**—রাজার; **আত্ম-জাঃ**—পুত্রগণ।

অনুবাদ

হে বীর, এই সাতটি বন্য বৃষকে দমন করা অসম্ভব। তারা বহু রাজপুত্রের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিধ্বস্ত করে তাদের পরাজিত করেছে।

শ্লোক ৪৪

যদিমে নিগৃহীতাঃ স্যুস্ত্বয়ৈব যদুনন্দন ।
বরো ভবানভিমতো দুহিতুর্মে শ্রিয়ঃপতে ॥ ৪৪ ॥

যৎ—যদি; **ইমে**—তারা; **নিগৃহীতাঃ**—দমিত; **স্যুঃ**—হয়; **ত্বয়া**—আপনার দ্বারা; **এব**—অবশ্যই; **যদু-নন্দন**—হে যদুবংশজ; **বরঃ**—বর; **ভবান্**—আপনি; **অভিমতঃ**—অনুমোদিত; **দুহিতুঃ**—কন্যার জন্য; **মে**—আমার; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতে**—হে পতি।

অনুবাদ

হে যদুনন্দন, হে শ্রীপতি, আপনি যদি তাদের দমন করতে পারেন, তবে আপনি অবশ্যই আমার কন্যার উপযুক্ত পতি হবেন।

শ্লোক ৪৫

এবং সময়মাকর্ণ্য বদ্ধা পরিকরং প্রভুঃ ।
আত্মানং সপ্তধা কৃত্বা ন্যগৃহ্লাল্লীলয়ৈব তান্ ॥ ৪৫ ॥

এবম্—এইভাবে; **সময়ম্**—নিয়ম; **আকর্ণ্য**—শ্রবণ করে; **বদ্ধা**—দৃঢ় করে; **পরিকরম্**—তাঁর বস্ত্র; **প্রভুঃ**—প্রভু; **আত্মানম্**—নিজেকে; **সপ্তধা**—সাতটি রূপে; **কৃত্বা**—করে; **ন্যগৃহ্লাৎ**—তিনি দমন করলেন; **লীলয়া**—ক্রীড়াবৎ; **এব**—কেবলমাত্র; **তান্**—তাদের।

অনুবাদ

এই সমস্ত শর্ত শ্রবণ করে, শ্রীভগবান তাঁর বস্ত্র পরিধান দৃঢ়বদ্ধ করলেন, নিজেকে সাতটি রূপে বিস্তার করলেন এবং সহজেই বৃষগুলিকে দমন করলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল শ্রীধর স্বামীর মতানুসারে, কেবলমাত্র ক্রীড়াচ্ছলে সাতটি বৃষকে পরাজিত করার জন্য শ্রীভগবান নিজেকে সাতটি রূপে বিস্তার করেননি, বরং রাজকন্যা সত্যাকে প্রদর্শন করার জন্যও যে, তাকে তাঁর অন্যান্য রাণীদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে না। কারণ তিনি একই সাথে তাদের সকলের সঙ্গ উপভোগ করতে পারেন।

শ্লোক ৪৬

বদ্ধ্বা তান্ দামভিঃ শৌরির্ভগ্নদর্পান্ হতৌজসঃ ।
ব্যকর্ষল্লীলয়া বদ্ধান্ বালো দারুময়ান্ যথা ॥ ৪৬ ॥

বদ্ধ্বা—বন্ধন করে; **তান্**—তাদের; **দামভিঃ**—রজ্জু দ্বারা; **শৌরিঃ**—ভগবান শ্রীকৃষ্ণ; **ভগ্ন**—ভগ্ন করলেন; **দর্পান্**—তাদের দর্প; **হত**—হত; **ওজসঃ**—তাদের তেজ; **ব্যকর্ষৎ**—তিনি আকর্ষণ করলেন; **লীলয়া**—ক্রীড়াচ্ছলে; **বদ্ধান্**—বদ্ধ; **বালঃ**—একটি বালক; **দারু**—কাঠের; **ময়ান্**—প্রস্তুত; **যথা**—যথা।

অনুবাদ

ভগবান শৌরি বৃষগুলিকে বেঁধে ফেললেন, কারণ তাদের দর্প ও শক্তি এখন চূর্ণ হয়েছে এবং রজ্জু দিয়ে তাদের টেনে আনলেন, ঠিক যেভাবে কোনও শিশু ক্রীড়াচ্ছলে কাঠের খেলনার বৃষদের আকর্ষণ করে থাকে।

শ্লোক ৪৭

ততঃ প্রীতঃ সুতাং রাজা দদৌ কৃষ্ণায় বিস্মিতঃ ।
তাং প্রত্যগৃহ্ণাদ্ ভগবান্ বিধিবৎ সদৃশীং প্রভুঃ ॥ ৪৭ ॥

ততঃ—তখন; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট; **সুতাম্**—তাঁর কন্যা; **রাজা**—রাজা; **দদৌ**—প্রদান করলেন; **কৃষ্ণায়**—শ্রীকৃষ্ণকে; **বিস্মিতঃ**—বিস্মিত; **তাম্**—সে; **প্রত্যগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করলেন; **ভগবান্**—পরম পুরুষ; **বিধি-বৎ**—বৈদিক বিধি ব্যবস্থা অনুসারে; **সদৃশীম্**—সদৃশী; **প্রভুঃ**—শ্রীভগবান।

অনুবাদ

সন্তুষ্ট ও বিস্মিত হয়ে রাজা নগ্নজিৎ তখন তাঁর কন্যাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রদান করলেন। যথাযথ বৈদিক প্রথায় পরমেশ্বর ভগবান এই সুযোগ্যা বধূকে গ্রহণ করলেন।

তাৎপর্য

সদৃশীম্ শব্দটি নির্দেশ করছে যে, সুন্দরী রাজকন্যা শ্রীভগবানের বধূ হওয়ার উপযুক্ত ছিলেন। কারণ তাঁর অপূর্ব দিব্য গুণাবলী শ্রীভগবানেরই পরিপূরক ছিল। যেমন শ্রীজীব গোস্বামী উল্লেখ করেছেন, *বিস্মিতঃ* শব্দটি নির্দেশ করছে যে, রাজা নগ্নজিৎ সহসা তাঁর জীবনে বহু অসাধারণ ঘটনা ঘটতে দেখে নিশ্চিতরূপে বিস্মিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৪৮

রাজপত্ন্যশ্চ দুহিতুঃ কৃষ্ণং লব্ধ্বা প্রিয়ং পতিম্ ।
লেভিরে পরমানন্দং জাতশ্চ পরমোৎসবঃ ॥ ৪৮ ॥

রাজা—রাজার; **পত্ন্যঃ**—পত্নীগণ; **চ**—এবং; **দুহিতুঃ**—তাঁর কন্যার; **কৃষ্ণম্**—শ্রীকৃষ্ণ; **লব্ধ্বা**—লাভে; **প্রিয়ম্**—প্রিয়; **পতিম্**—পতি; **লেভিরে**—তারা প্রাপ্ত হলেন; **পরম**—পরম; **আনন্দম্**—আনন্দ; **জাতঃ**—সেখানে জাগ্রত হল; **চ**—এবং; **পরম**—পরম; **উৎসবঃ**—উৎসব।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে রাজকন্যার প্রিয় পতি রূপে লাভ করে রাজার পত্নীগণ পরম আনন্দ অনুভব করলেন এবং এক পরম মহোৎসবের ভাব জাগ্রত হল।

শ্লোক ৪৯

শঙ্খভের্যানকা নেদুর্গীতবাদ্যদ্বিজাশিষঃ ।
নরা নার্যঃ প্রমুদিতাঃ সুবাসঃস্রগলঙ্কৃতাঃ ॥ ৪৯ ॥

শঙ্খ—শঙ্খ; **ভেরী**—শৃঙ্গ; **আনকাঃ**—ঢোল; **নেদুঃ**—ধ্বনিত; **গীত**—সঙ্গীত; **বাদ্য**—যন্ত্রসঙ্গীত; **দ্বিজ**—ব্রাহ্মণগণের; **আশিসঃ**—এবং আশীর্বাদ; **নরাঃ**—নর; **নার্যঃ**—নারীগণ; **প্রমুদিতাঃ**—আনন্দিত; **সু-বাসঃ**—সুন্দর বস্ত্রের দ্বারা; **স্রক্**—এবং মালা; **অলঙ্কৃতাঃ**—সুসজ্জিত।

অনুবাদ

ব্রাহ্মণগণের আশীর্বাদ প্রার্থনার ধ্বনি এবং কণ্ঠ ও যন্ত্রসঙ্গীতের সঙ্গে শঙ্খ, ভেরী ও ঢোল নিনাদিত হয়েছিল। উৎফুল্ল নরনারীগণ সুন্দর বস্ত্র ও মাল্যে শোভিত হয়েছিলেন।

শ্লোক ৫০-৫১

দশধেনুসহস্রাণি পারিবর্হমদাদ্ বিভুঃ ।
যুবতীনাং ত্রিসাহস্রং নিষ্কগ্রীবসুবাসসম্ ॥ ৫০ ॥
নবনাগসহস্রাণি নাগাচ্ছতগুণান্ রথান্ ।
রথাচ্ছতগুণানশ্বানশ্বাচ্ছতগুণান্ নরান্ ॥ ৫১ ॥

দশ—দশ; **ধেনু**—গাভীর; **সহস্রাণি**—সহস্র; **পারিবর্হম্**—বিবাহের উপহার; **অদাৎ**—প্রদান করলেন; **বিভুঃ**—শক্তিশালী (রাজা নগ্নজিৎ); **যুবতীনাম্**—যুবতী; **ত্রি-সাহস্রম্**—তিন সহস্র; **নিষ্ক**—স্বর্ণালঙ্কার; **গ্রীব**—যাদের কণ্ঠে; **সু**—সুন্দর; **বাসসম্**—যাদের বস্ত্র; **নব**—নয়; **নাগ**—হস্তীর; **সহস্রাণি**—সহস্র; **নাগাৎ**—হস্তীর চেয়েও; **শত-গুণান্**—শতগুণ বেশি (নয় লক্ষ); **রথান্**—রথ; **রথাৎ**—রথের চেয়ে; **শত-গুণান্**—শত গুণ বেশি (নয় কোটি); **অশ্বান্**—অশ্ব; **অশ্বাৎ**—অশ্বের চেয়ে; **শত-গুণান্**—একশত গুণ বেশি (নয় শতকোটি); **নরান্**—মানুষ।

অনুবাদ

মহা প্রতাপশালী রাজা নগ্নজিৎ দশ সহস্র গাভী, সুন্দর বস্ত্রে শোভিত ও কণ্ঠে স্বর্ণ অলঙ্কার পরিহিত তিন সহস্র যুবতী দাসী, নয় সহস্র হাতী, হাতীর চেয়েও শতগুণে অধিক রথ, রথের চেয়েও শতগুণে অধিক অশ্ব এবং অশ্বের চেয়েও শতগুণে অধিক দাস যৌতুক রূপে প্রদান করলেন।

শ্লোক ৫২

দম্পতী রথমারোপ্য মহত্যা সেনয়া বৃতৌ ।
স্নেহপ্রক্লিন্নহৃদয়ো যাপয়ামাস কোশলঃ ॥ ৫২ ॥

দম্-পতি—বর-কন্যা; **রথম্**—তাঁদের রথে; **আরোপ্য**—তাঁরা আরোহণ করলে; **মহত্যা**—এক বিশাল; **সেনয়া**—সৈন্যবাহিনী দ্বারা; **বৃতৌ**—পরিবৃত; **স্নেহ**—স্নেহ; **প্রক্লিন্ন**—আর্দ্র; **হৃদয়ঃ**—তাঁর হৃদয়ে; **যাপয়াম্ আস**—তাদের যাত্রা করালেন; **কোশলঃ**—কোশল রাজ।

অনুবাদ

বর ও কন্যা তাঁদের রথে আসন গ্রহণ করলে, কোশলরাজ স্নেহার্দ্র চিত্তে, তাঁদের এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পরিবৃত করে তাঁদের পথে যাত্রা করিয়েছিলেন।

শ্লোক ৫৩

শ্রুত্বৈতদ্ রুরুধুর্ভূপা নয়ন্তং পথি কন্যকাম্ ।
ভগ্নবীর্যাঃ সুদুর্মর্ষা যদুভির্গোবৃষৈঃ পুরা ॥ ৫৩ ॥

শ্রুত্বা—শ্রবণ করে; এতৎ—এই; রুরুধুঃ—তারা অবরোধ করল; ভূ-পাঃ—রাজারা; নয়ন্তম্—যিনি গ্রহণ করেছিলেন; পথি—পথে; কন্যকাম্—তাঁর বধূ; ভগ্ন—ভগ্ন; বীর্যাঃ—যার শক্তি; সু—অত্যন্ত; দুর্মর্ষাঃ—অসহিষ্ণু; যদুভিঃ—যদুগণ দ্বারা; গো-বৃষৈঃ—বৃষ দ্বারা; পুরা—পূর্বে।

অনুবাদ

যখন বিপক্ষীয় অসহিষ্ণু পাণিপ্রার্থী রাজারা যা ঘটেছিল তা শ্রবণ করল, তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর বধূকে গৃহে নিয়ে যাওয়ার সময় পথিমধ্যে তাঁকে তারা থামানোর চেষ্টা করল। কিন্তু বৃষগুলি যেমন পূর্বে রাজাদের শক্তি ভগ্ন করেছিল, সেভাবেই যদু-যোদ্ধারা এখন তাদের ছত্রভঙ্গ করে দিলেন।

শ্লোক ৫৪

তানস্যতঃ শরব্রাতান্ বন্ধুপ্রিয়কৃদর্জুনঃ ।
গাণ্ডীবী কালয়ামাস সিংহঃ ক্ষুদ্রমৃগানিব ॥ ৫৪ ॥

তান্—তাদের; অস্যতঃ—নিক্ষিপ্ত; শর—তীরগুলি; ব্রাতান্—বহুমুখী; বন্ধু—তাঁর বন্ধু (শ্রীকৃষ্ণ); প্রিয়—সন্তুষ্ট করতে; কৃত—কৃত; অর্জুনঃ—অর্জুন; গাণ্ডীবী—গাণ্ডীব ধনুকের অধিকারী; কালয়াম্-আস—তাদের বিতাড়িত করলেন; সিংহঃ—একটি সিংহ; ক্ষুদ্র—ক্ষুদ্র; মৃগান্—প্রাণীদের; ইব—যেমন।

অনুবাদ

গাণ্ডীব ধনুকের অধিকারী অর্জুন সকল সময়েই তাঁর বন্ধু শ্রীকৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী ছিলেন এবং তাই তিনি শ্রীভগবানের প্রতি তীরের বর্ষণ নিক্ষেপকারী সেইসব বিপক্ষের রাজাদের বিতাড়িত করলেন। ঠিক যেমন সিংহ ক্ষুদ্র প্রাণীদের বিতাড়িত করে, তিনি সেভাবে তা করেছিলেন।

শ্লোক ৫৫

পারিবর্হমুপাগৃহ্য দ্বারকামেত্য সত্যয়া ।
রেমে যদূনামৃষভো ভগবান্ দেবকীসুতঃ ॥ ৫৫ ॥

পারিবর্হম্—যৌতুক; **উপাগৃহ্য**—গ্রহণ করে; **দ্বারকাম্**—দ্বারকায়; **এত্য**—উপস্থিত হয়ে; **সত্যয়া**—সত্যা সহ; **রেমে**—উপভোগ করলেন; **যদূনাম্**—যদুগণের; **ঋষভঃ**—প্রধান; **ভগবান্**—ভগবান; **দেবকী সূতঃ**—দেবকীর নন্দন।

অনুবাদ

যদুগণের প্রধান ভগবান দেবকীসূত তখন তাঁর যৌতুক ও সত্যাকে দ্বারকায় নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সুখে বাস করতে লাগলেন।

শ্লোক ৫৬

শ্রুতকীর্তেঃ সুতাং ভদ্রাং উপযেমে পিতৃষ্বসুঃ ।
কৈকেয়ীং ভ্রাতৃভির্দত্তাং কৃষ্ণঃ সন্তর্দনাদিভিঃ ॥ ৫৬ ॥

শ্রুতকীর্তেঃ—শ্রুতকীর্তির; **সুতাম্**—কন্যা; **ভদ্রাম্**—ভদ্রা নামক; **উপযেমে**—বিবাহ করেছিলেন; **পিতৃ-ষ্বসুঃ**—তাঁর পিতার ভগিনীর; **কৈকেয়ীম্**—কৈকেয়ের রাজকন্যা; **ভ্রাতৃভিঃ**—তাঁর ভ্রাতাদের দ্বারা; **দত্তাম্**—প্রদত্ত; **কৃষ্ণঃ**—শ্রীকৃষ্ণ; **সন্তর্দন-আদিভিঃ**—সন্তর্দন প্রমুখ দ্বারা।

অনুবাদ

ভদ্রা ছিলেন কৈকেয় রাজ্যের রাজকন্যা এবং শ্রীকৃষ্ণের পিসী শ্রুতকীর্তির কন্যা। সন্তর্দন প্রমুখ তাঁর ভ্রাতাগণ যখন তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে অর্পণ করলেন, ভগবান তখন তাঁকে বিবাহ করেছিলেন।

শ্লোক ৫৭

সুতাং চ মদ্রাধিপতের্লক্ষ্মণাং লক্ষণৈর্যুতাম্ ।
স্বয়ংবরে জহারৈকঃ স সুপর্ণঃ সুধামিব ॥ ৫৭ ॥

সুতাম্—কন্যা; **চ**—এবং; **মদ্র-অধিপতেঃ**—মদ্রের রাজার; **লক্ষ্মণাম্**—লক্ষ্মণা; **লক্ষণৈঃ**—সকল সুগুণাবলী; **যুতাম্**—যুক্তা; **স্বয়ম্-বরে**—তাঁর পতিকে পছন্দ করার অনুষ্ঠানের সময়; **জহার**—হরণ করলেন; **একঃ**—একাকী; **সঃ**—তিনি, শ্রীকৃষ্ণ; **সুপর্ণঃ**—গরুড়; **সুধাম্**—অমৃত; **ইব**—মতো।

অনুবাদ

অতঃপর শ্রীভগবান, মদ্ররাজার কন্যা লক্ষ্মণাকে বিবাহ করলেন। শ্রীকৃষ্ণ একাকী তাঁর স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন এবং গরুড় যেভাবে দেবতাদের অমৃত হরণ করেন, সেইভাবে তাঁকে হরণ করলেন।

শ্লোক ৫৮

অন্যাশ্চৈবংবিধা ভার্যাঃ কৃষ্ণস্যাসন্ সহস্রশঃ ।
ভৌমং হত্বা তন্নিরোধাদাহৃতাশ্চারুদর্শনাঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্যাঃ—অন্য; **চ**—এবং; **এবম্-বিধাঃ**—এই রকম; **ভার্যাঃ**—পত্নী; **কৃষ্ণস্য**—শ্রীকৃষ্ণের; **আসন্**—হয়েছিল; **সহস্রশঃ**—সহস্র; **ভৌমম্**—(দানব) ভৌম; **হত্বা**—হত্যার পর; **তৎ**—তার (ভৌম) দ্বারা; **নিরোধাৎ**—তাদের বন্দীত্ব হতে; **আহৃতাঃ**—গ্রহণ করেন; **চারু**—সুন্দর; **দর্শনাঃ**—যাদের চেহারা।

অনুবাদ

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যখন ভৌমাসুরকে হত্যা করলেন এবং তার বন্দীদশা থেকে চারুদর্শনা রমণীদের মুক্ত করলেন। তখন এইরকম অন্য সহস্র পত্নী আহরণ করেছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'শ্রীকৃষ্ণ পাঁচ রাজকন্যাকে বিবাহ করলেন' নামক অষ্টপঞ্চাশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।